বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

হাইকোর্ট বিভাগ

(সিভিল রিভিশন জুরিসডিকশন)

উপস্থিত:

বিচারপতি জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন

সিভিল রিভিশন নং- ৩৬৪১/২০০৮

এ ক্ষেত্রে:

দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১১৫ (৪) এর অধীনে একটি আবেদন

এবং

এ ক্ষেত্রে:

সৈয়দ মোঃ নুরুল ইসলাম মিয়াজি এবং অন্যান্য

----------দরখাস্তকারীগণের পক্ষে

-বনাম-

তাজল ইসলাম ও অন্যান্য

---------- প্রতিপক্ষগণের পক্ষে

কেউ উপস্থিত হননি

----------দরখাস্তকারীগণের পক্ষে

জনাব মিনহাজুল হক চৌধুরী, অ্যাডভোকেট

--------১ এবং ২ নং প্রতিপক্ষগণের পক্ষে

রায়: ০৫.১১.২০২০

এই রুলটি সিনিয়র সহকারী জজ,অতিরিক্ত আদালত লক্ষীপুর কর্তৃকপ্রদত্ত ৭৪/১৯৯০ নং স্বত্ত্ব মামলায় ১৫.০৫.২০০৬ তারিখ আদেশ বহাল রেখে ২০০৮ সালের ২৯ নং সিভিল রিভিশন-এ অতিরিক্ত জেলা আদালত,লক্ষীপুর কর্তৃক প্রদত্ত ২২.০৬.২০০৮ তারিখের তর্কিত রায় ও আদেশ কেন বাতিল করা হবে না প্রতিপক্ষগণকে তার কারণ দর্শানোর জন্য এবং/অথবা এই আদালত কর্তৃক উপযুক্ত এবং যথাযথ বলে মনে হয় এরূপ অন্যান্য পরবর্তী আদেশ প্রদানের জন্য জারি করা হয়েছিল।

এই রুলের সারসংক্ষেপ এই যে, দরখাস্তকারীগণ সিনিয়র সহকারী জজ, অতিরিক্ত আদালত, লক্ষ্মীপুরে ,১-৫ বিবাদীর বিরুদ্ধে ১৯৯০ সালের ৭৪ নং স্বত্ব মামলা দায়ের করেছিলেন এবং যেখানে আরজির তফসিলে উল্লিখিত নন্দনপুর মৌজার ডি এস খতিয়ান নং ৩৫ এর ৩৮৫নং দাগের ৬৬ শতক এবং ডি এস দাগ-৩৮৬ এর পশ্চিম অংশে ২৮ শতক জমিতে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা সহ ডি এস দাগ-৩৮৬ এর পূর্ব অংশের ৪৮ শতক জমিতে স্বত্ব ঘোষণাসহ দখল পুনরুদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করেন।

বাদীগণ তাদের আরজিতে দাবি করেন যে তাদের পূর্বসূরীরা দুটি রেজিস্ট্রিকৃত কবুলিয়াত যথা ০৯.০৪.১৮৯২ তারিখের ১৪৭৮ এবং ১১.০৪.১৮৯৩ তারিখের ১২৬৩ নং কবুলিয়াতের মাধ্যমে নালিশী জমি সহ কিছু অন্যান্য জমির বন্দোবস্ত নিয়েছিল। ১ এবং ২নং প্রতিপক্ষ, ৩ এবং ৪ নং বিবাদী হিসাবে তাদের জবাবে নালিশী জমি এবং পূর্বোক্ত কবুলিয়াতে উল্লিখিত জমির অভিন্নতার কথা অস্বীকার করেছেন।

মামলা চলাকালীন সময়ে, বিজ্ঞ বিচারক কবুলিয়াতে উল্লিখিত জমির চৌহদ্দীতে নালিশী সম্পত্তি অন্তর্ভূক্ত কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য স্থানীয় তদন্ত করার জন্য ১৯.০৪.১৯৯২ তারিখে একটি স্ব-প্রণোদিত আদেশ প্রদান করেছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে সার্ভে কাজে অভিজ্ঞ অ্যাডভোকেট -কমিশনার, জনাব মাখন লাল সাহাকে অ্যাডভোকেট -কমিশনার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। স্থানীয় তদন্ত শেষে বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট কমিশনার ১৭.০১.১৯৯৩ তারিখে প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন যাতে তিনি মতামত প্রদান করেন যে নালিশী জমিটি কবুলিয়াতকৃত সম্পত্তির অন্তর্ভূক্ত।

প্রতিবেদনটি বিবেচনা করে এবং শুনানি শেষে বিচারিক আদালতের বিজ্ঞ বিচারক তাঁর ১৫.০৫.২০০৬ তারিখের রায় ও আদেশের মাধ্যমে অ্যাডভোকেট কমিশনারের জমা দেওয়া প্রতিবেদন রিট অনুসারে নয় মর্মে প্রতিবেদনটি বাতিল করেন।

উক্ত আদেশে সংক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে বাদীরা জেলা জজ, লক্ষ্মীপুর আদালতে ২০০৬ সালের ২৯ নং সিভিল রিভিশন দায়ের করেন। এরপরে, উক্ত সিভিল রিভিশনের শুনানী হয় অতিরিক্ত জেলা জজ, লক্ষ্মীপুরে, যিনি ২২.০৬.২০০৮ তারিখের রায় ও আদেশের মাধ্যমে তা খারিজ করে দেন।

কোনও বিকল্প পন্থা না থাকায় বাদী-দরখাস্তকারীগণ দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১১৫ (৪) এর অধীনে এই আদালতে আবেদন করেন এবং ১৯.১০.২০০৮ তারিখের আদেশের মাধ্যমে ০২ (দুই) মাসের স্থগিতাদেশ সহ বর্তমান রুলটি প্রাপ্ত হন। স্থগিতাদেশটি সময়ে সময়ে আরও বাড়ানো হয়েছিল।

বিষয়টি শুনানির জন্য উত্থাপিত হলে রুলের পক্ষে কেউ বক্তব্য রাখেননি। তবে, বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট জনাব মিনহাজুল হক চৌধুরী, প্রতিপক্ষ নং-০১ এর পক্ষে পাল্টা-হলফনামা (Counter-affidavit) দায়ের করে বলেন যে, বিচারিক আদালত স্ব-প্রণোদিত হয়ে নালিশী জমির প্রকৃত সীমানা জানতে স্থানীয় তদন্ত করার জন্য একটি আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু অ্যাডভোকেট কমিশনার স্থানীয় তদন্ত করার আগে বিবাদী- প্রতিপক্ষগণ কে কোনও নোটিশ দেননি বরং তিনি তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়ে বলেছেন যে তর্কিত জমির মালিকানা এবং নালিশী জমিটি একই কবুলিয়াত এর অন্তর্ভুক্ত। পরিশেষে, বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট নিবেদন করেন যে, উভয় নিম্ন আদালত কমিশনারের স্থানীয় তদন্ত প্রতিবেদন যথাযথভাবে বাতিল করেছেন এবং বাদী-দরখাস্তকারীগণ তাদের আবেদনে দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১১৫ (৪) এর অধীন আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সুতরাং, এই আদালত কর্তৃক জারি করা রুলটি খারিজ করা যেতে পারে।

প্রতিপক্ষ নং- ০১ এর পক্ষে বিজ্ঞ অ্যাডভোকেটের বক্তব্য শ্রবণ করলাম, তর্কিত রায় ও আদেশ, বিচারিক আদালতের আদেশ এবং রেকর্ডে থাকা অন্যান্য সংযুক্ত অন্যান্য কাগজাদী পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে বাদী-দরখাস্তকারীগণ সিনিয়র সহকারী জজ আদালত,লক্ষীপুরে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য৭৪/১৯৯০ নং স্বত্ব মামলা দায়ের করেছিলেন। মামলাটি বিচারাধীন অবস্থায়, বিজ্ঞ বিচারিক আদালত কবুলিয়াতে উল্লিখিত জমির চৌহদ্দীতে নালিশী সম্পত্তি অন্তর্ভূক্ত কিনা তা নির্ধারণের লক্ষ্যে ১৯.০৪.১৯৯২ তারিখে একটি স্ব-প্রণোদিত আদেশ প্রদান

করেছিলেন স্থানীয় তদন্তের জন্য । পূর্বোক্ত আদেশ অনুসারে বিচারিক আদালত বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট জনাব মাখন লাল সাহা কে রিট অনুসারে স্থানীয় তদন্তের জন্য নিয়োগ করেছিলেন । রেকর্ডগুলি পর্যালোচনা করে এটি দেখা যায় যে স্থানীয় তদন্ত করার আগে বিবাদী- প্রতিপক্ষকে বাদীর মাধ্যমে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আইনে এ পদ্ধতিতে নোটিশ দেওয়ার কোনও সুযোগ নেই। স্থানীয় তদন্ত প্রতিবেদনে বিজ্ঞ অ্যাডভেকেট কমিশনার তর্কিত জমির স্বত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যা তার এখতিয়ারবহির্ভূত । অধিকন্তু, জেরায় তিনি স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন যে, "রিটে ২টি কবুলিয়ত ভাড়ানোর নির্দেশ ছিল। প্রতিবেদনে কবুলিয়ত দুইটি পৃথক পৃথক ভাবে চিহ্নিত করিনি। যেহেতু দুটি কবুলিয়তের চৌহদ্দি একই সেহেতু আলাদা আলাদা আর প্রতিবেদনে উল্লেখ করি নাই। উভয়ই কবুলিয়তের জমি একই কি না বলতে পারি না। উভয় কবুলিয়তের মনিবের কথা প্রতিবেদনে উল্লেখ করি নাই।"

তবে, বাদী-দরখাস্তকারীগণ দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১১৫ (৪) এর অধীনে দ্বিতীয় পুনরীক্ষণ(r e v i s i o n) হিসাবে আবেদন করে এই রুল পেয়েছিলেন যেখানে এই আদালত কেবল আইনগত প্রশ্নে ভুল আদেশ প্রদান করার ফলোশ্রুতিতে সিদ্ধান্তের ভ্রান্তি ন্যায়বিচার পরাহত করেছে কিনা তা দেখতে পারবে ।

দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১১৫ (৪) এর অধীন দায়ের করা আবেদন পর্যালোচনা করে এই আদালত উভয় নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত তর্কিত রায় ও আদেশে আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে কোনও ত্রুটি খুঁজে পায়নি। সুতরাং, এই আদালত রুলটিতে কোনো মেরিট খুঁজে পায় না।

তদনুসারে, রুলটি খারিজ করা হলো এবং এই আদালত কর্তৃক পূর্বে প্রদত্ত স্থগিতাদেশ বাতিল করা হলো।

এই রায় ও আদেশের একটি অনুলিপি সত্বর নিম্ন আদালতে প্রেরণ করা হোক।

[বিচারপতি জাহাঙ্গীর হোসেন]

দায়বর্জন বিবৃতি (DISCLAIMER)

শুধুমাত্র মামলার দুই পক্ষের বোঝার সুবিধার্থেই তাদের নিজস্ব ভাষায় এই রায়টির অনুবাদ করা হলো বাংলায় অনূদিত এ রায়কে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। ব্যবহারিক ও সরকারি কাজে শুধুমাত্র মাননীয় আদালত প্রকাশিত ইংরেজী রায়টিকে যথার্থ বলে গণ্য করা হবে এবং রায় বাস্তবায়নের জন্য ইংরেজী ভাষায় প্রদত্ত রায়টিকেই অনুসরণ করা হবে।